৩১-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতিটি পদক্ষেপে শিববাবার শ্রীমৎ নিতে হবে, নিজের সব খবর ব্রহ্মা দ্বারা বাবাকে দিতে হবে"

প্রশ্ন: - এক পিতার সন্তান হয়েও কেউ প্রীত বুদ্ধি, কেউ বিপরীত বুদ্ধি হয় - কিভাবে ?

উত্তর : - যে বাচ্চারা নিজের পুরোপুরি ভাবে বাপদাদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, কোনও কথায় সংশয় বুদ্ধি হয়না, কর্মের সত্য চার্ট ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবাকে বলে তারা হয় প্রীত বুদ্ধি বাচ্চা। যদি কোনও কথায় ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণীর সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, চিঠি-পত্র ইত্যাদি না দেয় এবং ভাবে যে ব্রহ্মার সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে তখনই বুদ্ধিকে মায়া ধরে নেয়। তারা হয় বিপরীত বুদ্ধি ।

গীত : - আমায় আশ্রয় দিয়েছেন যিনি .....

ওম্ শান্তি। বাবাও বাচ্চাদের ধন্যবাদ করেন। যারা সহযোগী বাচ্চা হয় তাদের বাবাও ধন্যবাদ করেন এবং বাচ্চাদের প্রশংসাও করেন। এখন তো বাচ্চারা জেনে গেছে যে বেহদের পিতা এসেছেন। বাবা আসেন-ই পতিত দুনিয়ায়। গায়নও করা হয় - হে পতিত-পাবন আসুন। অতএব পতিত-পাবন আসবেন, নিশ্চয়ই পবিত্র দুনিয়া স্বর্গের স্থাপনা করবেন , যেখানে মানুষের সংখ্যা কম হয়। পবিত্র দুনিয়ার মহিমা গায়ন করা হয়। পবিত্র দুনিয়ায় কেউ ভগবানকে ডাকেনা। ডাকে সবাই পতিত দুনিয়ায়। ভক্ত নিজেদের পতিত ভাবে। যথাযথভাবে একমাত্র ভারতেই পবিত্র রাজত্ব দেবতাদের ছিল। ভারতে পবিত্রতা ছিল। বিরাট ধনী, অসীম সুখে বসবাস ছিল, এখন তো সবাই দুঃখী হয়েছে। শিববাবা ব্রহ্মা দেহে বসে বোঝান। সুতরাং ব্রহ্মা দেহ রূপও স্মরণ করতে হবে তাইনা। যদি বাচ্চারা দূরে থাকে, তোমরা নিজের নিজের শহরে ফিরে যাবে তখন তোমাদের যিনি বেহদের পিতা, প্রিয়তম তাঁকে চিঠি পত্র তো লেখা উচিত তাইনা। শিববাবাকে লিখতে হয় ভায়া ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ব্যতীত শিববাবা শুনতে পারবেন না। শিববাবা কে ভায়া ব্রহ্মা স্মরণ করতে হয় তাইনা। এমন অনেক বাচ্চারা আছে যারা ভাবে আমরা তো শিববাবাকে স্মরণ করি। সাকারের সঙ্গে কোনও কানেকশন নেই কিন্তু তবুও শিববাবা এখানে আছেন তাই ব্রহ্মাবাবাকেই পত্র লিখতে হবে। খবর দিতে হবে - শিববাবাকে ভায়া ব্রহ্মা। গায়নও আছে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি এবং বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি - কার সঙ্গে ? শিববাবার সঙ্গে ব্রহ্মা দ্বারা। যদিও ক্ষীণ বুদ্ধি আত্মারা বলে আমরা শিববাবাকেই স্মরণ করি। শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের ভবসাগর পার হবে। কিন্তু তিনি কোথায় ? নিশ্চয়ই এখানে এই দেহে অবস্থিত, এনার দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন। নিরাকারের উদ্দেশ্যে তোমরা চিঠি পত্র লিখবে কিভাবে ? স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে চিঠি লেখে তাইনা। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত মানুষ, মানুষকে পত্র ইত্যাদি লিখেছে। এখন আত্মারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তাই ওঁনাকে পত্র লেখে। নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে কথা বলে। সুতরাং ভায়া ব্রহ্মা কানেকশন রাখতে হবে তাইনা। ব্রহ্মা দ্বারা চিঠি লিখলে তো শিববাবা বুঝবেন বাচ্চারা সঠিক ভাবে স্মরণ করে। কারো বুদ্ধিকে মায়া বশ করে নেয় বা দেহ-অভিমান বৃদ্ধি পেলে পত্র ইত্যাদি লিখতে ভুলে যায়। এখন হল বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। পাণ্ডবদের হল প্রীত বুদ্ধি। তারা ভাবে গীতার ভগবান ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আচ্ছা, ধরো শ্রীকৃষ্ণ আছেন তাহলে তো ওনাকে চিঠি

লিখতে হয়। শিববাবাকেও লিখতে হয়। শ্রীমৎ তো অবশ্যই নিতে হবে। বলে শিববাবাকে স্মরণ করি। কিন্তু সাকার ব্রহ্মা ব্যতীত এই পরামর্শ তো প্রাপ্ত হবেনা। ভালো ফার্স্টক্লাস বাচ্চারা লেখে যে আমাদের যোগ শিববাবার সঙ্গে আছে, আমরা শিববাবাকে সহযোগ করতে থাকবো। যদিও করতে হবে ভায়া ব্রহ্মা , পিতা না থাকলে দাদুর বর্সা (সম্পত্তির অধিকার) প্রাপ্ত করা যায়না। প্রতি কদমে পরামর্শ নিতে হবে। বাবার কাছে এমন খবর আসে। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মার সঙ্গে রাগ অভিমান করে। তখন মায়া মুখ ঘুরিয়ে দেয়। বোঝা উচিত আমাদের শিববাবার কাছে প্রতি কদমে শ্রীমৎ নিতে হবে - বাবা এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত।

বাবা সর্বদা জিজ্ঞাসা করেন যে - বাচ্চারা, রাজি খুশী আছো ? এক হয় শারীরিক অসুখ, দ্বিতীয় হয় রুহানী অর্থাৎ আত্মার অসুখ। কখনো এইরূপ পত্র লেখেনা যে বাবা আমরা খুব আনন্দে আছি, আমাদের উপরে মায়া আক্রমণ করেনা। আচ্ছা, উনি সবকিছু জানেন তবুও ওঁনার কাছে পরামর্শ নিতে হয় - এই বিষয়ে আমি ঠিক না ভুল ? যোগ পুরোপুরি নেই অর্থাৎ উল্টো হয়ে গেছে। বিনাশ কালে প্রীত বুদ্ধি বাচ্চাদের তো বাবার কাছে আসতে হয় । বাবা এখানে বসে আছেন কিনা। অনেকের বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায় তখন তারা উল্টো পাল্টা কাজ করতে থাকে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীমৎ ছাড়া তো কাজ হবেনা। গাইড না থাকলে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কেউ পথ চেনেনা তাহলে ফিরে যাবে কীকরে ? গাইডের সাহায্য অবশ্যই চাই। সাঁতরে পার হতে নিশ্চয়ই আধার চাই। বাচ্চাদের বাবা বোঝান কোনো কথায় সংশয় উঠলেও ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে অবশ্যই কানেকশন রাখতে হবে। শিববাবার মতামত তো ব্রহ্মাবাবার কাছেই প্রাপ্ত হয় তাইনা। বাবা বোঝান - অকালমূর্ত অর্থাৎ শিববাবার এই রথ বা তখত (বসার স্থান) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। বাবা বলেন - আমি এনার রথ বা তখতের আধার নিয়েছি। যদিও আমি যেকোনো সময়ে প্রবেশ করে নিজের সেবা করি। বাবা বোঝান কেউ হনুমানের ভক্তি করে তো তাদের সেই রূপের সাক্ষাৎ করাই। ভক্তের ভাবনা অনুযায়ী দর্শন করাই। যদি হনুমানের স্বরূপে সাক্ষাৎকার করাই তাহলে তো এই রূপটাই মনে বসে যাবে। তার রূপেই সবাই ভক্তি ভাবে যুক্ত হবে। বাবা এই রথ টি অনুভবী নিয়েছেন । উনি ছিলেন জহরাতের ব্যবসায়ী। এইটি হল অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। কল্প কল্প এই রথে এসে কার্য সম্পন্ন করি। ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণের রচনা করি তাইনা। যেমন ক্রাইস্ট দ্বারা ক্রিশ্চিয়ান রচনা হয়। রাশি মেলে তাইনা। সুতরাং আমায় আসতে হয় ব্রহ্মার রথে। এনার জন্মের কাহিনী বসে বোঝাই। প্রথম জন্ম হল শ্রীকৃষ্ণ রূপে। ওনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আসি। একেবারে একুরেট বলি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো - প্রথমে তো ব্রহ্মা নিশ্চয়ই চাই তবে তো ওনার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা হবে। ব্যক্ত প্রজাপিতা ব্রহ্মা চাই। সূক্ষ্ম বতনে প্রজাপিতা হয়না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এখানে চাই এবং আমি আসি ভারতেই। যখন ঘোর অন্ধকার থাকে। অর্ধকল্প পূর্ণ হয়।

গায়নও করে - হে পতিত-পাবন আসুন। যদি প্রলয় হবে তবে দুনিয়াটা পবিত্র হবেনা। প্রলয় শব্দটি ভুল। যখন কোটি কোটি মানুষ দুঃখী পতিত হয় তখন আমি আসি। পবিত্র দুনিয়া হল সত্যযুগ-ত্রেতা, দ্বাপর-কলিযুগ হল পতিত দুনিয়া। এখানে কোটি কোটি মানুষ আছে, সত্যযুগে এত মানুষ দরকার নেই। দেখানো হয় যে পেট থেকে মিসাইল বেরিয়েছে, যার দ্বারা নিজের কুলের বিনাশ হয়েছে ..... এইসব কাহিনী বসে তৈরি করা হয়েছে। পেট থেকে কিছুই বের হয়নি , এইসবই বুদ্ধির কাজ। বিজ্ঞানের দ্বারা এখন কত সুখের ব্যবস্থা হয়েছে। পূর্বকালে এই গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদি কিছুই তো ছিলনা। বাবা হলেন অনুভবী । শিববাবা বলেন আমি বৃদ্ধ দেহে আসি , কৃষ্ণের তো

বৃদ্ধ দেহ নয়। কৃষ্ণ তো পতিত নয়। বলা হয় পতিত-পাবন আসুন অর্থাৎ পতিত দুনিয়া, পতিত দেহে আসতে হয়। পতিত দুনিয়ায় পবিত্র দেহ তো হয়না। এখানে আত্মারাও হয় তমোপ্রধান তাই দেহও হয় তমোপ্রধান। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ বলা হয় কিনা। প্রথমে হয় গোল্ডেন এজ। সেখানে আত্মা ও শরীর দুই-ই হয় পবিত্র। পরবর্তী কালে আত্মা পতিত হয়ে যায়। তাদেরই এসে পবিত্র করি। মায়া এমন যে ভালো ভালো আত্মাদের কান ধরে নেয় (অর্থাৎ মায়া বশ করে নেয়) । ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মাবাবার সঙ্গে রাগ অভিমান করে, সংশয় যুক্ত হয়ে, পতনের দিকে যায়। মায়া মুখ ঘুরিয়ে দেয়। প্রীত বুদ্ধি থেকে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়। তখন শিববাবার কাছে পড়াশোনাও বন্ধ হয়। কেউ পড়ে কিন্তু জ্ঞান ধারণ হয়না তবুও বাবা বলেন কোনও অসুবিধা নেই। শুধুমাত্র দুটি বিষয়ে মজবুত হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের বুদ্ধি এখন এখানে এবং ওখানে (ঘর বা পরমধাম) থাকা উচিত। একটি জিন বা ভূতের গল্প আছে না। ভূত বলে কাজ দাও তা নাহলে খেয়ে ফেলব । বাবা বলেন আমি স্মরণ করার কাজ দিয়েছি। যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া কাঁচা খেয়ে ফেলবে। স্মরণের জন্যে একটু সময় তো বের করতে হবে তাইনা। প্রথমে একটু একটু তারপরে অনেক প্র্যাক্টিস হয়ে যাবে। বাবা বলেন চুপ করে শুধু স্মরণ করো । তোমরা জানো যে বাবা উপরেও আছেন , এখানেও আছেন। বাবার কাছে আমাদের যেতে হবে। এখন তোমাদের বোধ আছে বাবা এই শরীরে এসেছেন। স্মরণ না করলে মায়া গ্রাস করবে। কাহিনী তো অনেক আছে।

আগে বোধ ছিলনা এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমি চলে যাই তারপরে তোমরা বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের আত্মার সঙ্গে কথা বলেন। আত্মা পরীক্ষা পাস করে শরীরের দ্বারা। এখন বাবা বলেন দেহি-অভিমানী হও। গৃহস্থে থেকে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই লাভ। এর নামই হল যোগ। এই হল স্মরণ করা , আত্মাদের প্রীতি পিতার সঙ্গে। তারা স্মরণ করে। প্রেমিক প্রেমিকার একে অপরের দেহের প্রতি প্রেম হয়। কারণ তারা দুজনেই হল দেহধারী। এমন যেন প্রেমিকের সামনে প্রেমিকা বা প্রেমিকার সামনে প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছে। এখন তোমরা তো হয়েছ পরম পিতা পরমাত্মার প্রেমিক । একজন হল প্রেমিকা, বাকি সব আত্মারা হল প্রেমিক। তিনি নিরাকার পিতা, তিনি বসে তোমাদের এই সাকার দেহে বসে জ্ঞান প্রদান করেন। তোমরা তো না-ই আত্মাকে দেখতে পাও, না-ই পরমাত্মাকে। কখনো কখনো কেউ আত্মার সাক্ষাৎকার করে থাকে। মানুষ তো কিছুই বোঝেনা। বাবা লাইটের সাক্ষাৎকার করান কারণ মনের ভাবনা এমনই আছে। বলা হয় তেজময় প্রকাশ স্বরূপ, আর নয়, আর সহ্য করা যাচ্ছেনা। চোখ দুটি লাল হয়ে যায়। বাবা বোঝান যে আমি হলাম স্টার । যেমন জোনাকী হয় । যেমন ভাবে জ্বলজ্বল করে তেমনই স্টার সম আত্মা বাইরে বেরিয়ে যায়। (বিবেকানন্দের যেমন হয়েছিল) যার যেরকম ভাবনা হবে তার সেরকম সাক্ষাৎকার হবে। বাবা বোঝান যে এইরকম ভাবে তোমাদের ভাবনা অনুসারে আমি সেইরূপেই সাক্ষাৎকার করাই। যেরূপ আত্মা সেইরূপেই পরমাত্মা কিন্তু তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। আত্মাও হল চৈতন্য। সব সংস্কার আত্মায় আছে। বাবারও সংস্কার আছে - স্থাপনা, বিনাশ ও পালনার কর্তব্য করার সংস্কার। তিনি হলেন ত্রিমুর্তি কিনা। শিববাবাকে কেউ জানেনা। ফলে ত্রিমুর্তির উপরে শিব রচয়িতাকে ভুলেছে। বাস্তবে গীতার ভগবান হলেন ত্রিমুর্তি শিব তবুও তারা বলে ত্রিমুর্তি ব্রহ্মা। আরে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের কেউ তো রচয়িতা হবে তাইনা ? ব্রহ্মার নাম আলাদা, শিববাবার নাম আলাদা। তা নাহলে কাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয় তিনি হলেন রচয়িতা। কেউ বুঝতে পারেনা।

বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝান। তোমাদের হল প্রীত বুদ্ধি। কেউ বিপরীত বুদ্ধি হলে পাণ্ডব থেকে কৌরব হয়ে যায়। যদিও এখানে আসে কিন্তু পদ মর্যাদা কম হয়ে যায়। যা কিছু জমা হয় সব শেষ হয়ে যায়। তারা প্রজায় কম পদ প্রাপ্ত করবে। এই সময় দেখ পড়াশোনা করে কত উঁচুতে উঠতে পারে। বাবা বলেন যে – বাচ্চারা, দেবতা হতে গেলে এই বিষ ত্যাগ করতে হবে। একমাত্র বাবা হলেন সত্য সদগুরু যিনি মুক্তি- জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। সবাইকে যেতে তো হবে এক সময়। এমন নয় কেউ মধ্যিখানে ফিরে যাবে। প্রত্যেক কে নিজের পার্ট পুরো করতে হবে। অবশ্যই শেষ সময়ে মশার মতন ফিরে যেতে হবে। গীতায়ও লেখা আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে গীতার গুরুত্ব শেষ করে দিয়েছে । বাবা না এলে মুক্তিধামে যাবে কিভাবে ? তারপরে নিজের সময় অনুযায়ী এসে পার্ট প্লে করবে। এ হল বিস্তৃত বিবরণ। সার তত্ব হল আমায় স্মরণ কর। গড ইজ ওয়ান। বাকিরা সবাই হল সন্তান। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছ তাইনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা খুশী থাকার জন্যে প্রতি কদমে বাবার কাছে পরামর্শ নিতে হবে। শিববাবাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্মরণ করতে হবে। নিজের খবর দিতে হবে।

২) কখনও কোনো কথায় সংশয় যুক্ত হবেনা। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মার সঙ্গে অভিমান করে পড়াশোনা ছাড়বে না । সর্বদা প্রীত বুদ্ধি হয়ে থাকবে।

বরদান : – মুখের শব্দ গুলিকে ডবল আন্ডারলাইন করে প্রতিটি শব্দকে অমূল্য বানিয়ে দেয় এমন মাস্টার সদগুরু ভব

ব্যাখা: বাচ্চারা তোমাদের মুখের কথা এমন হবে যে শ্রোতারা চাতক পাখির মতন হয়ে থাকবে তারা সবসময় ভাববে যে ইনি কিছু বললে আমরা শুনব – একেই বলা হয় অমূল্য মহাবাক্য। মহাবাক্য সংখ্যায় কম হয়। যখন ইচ্ছা বলতেই থাকে – তাকে মহাবাক্য বলা হবেনা। তোমরা সদগুরুর সন্তান মাস্টার সদ্গুরু, তাই তোমাদের এক একটি কথা হল মহাবাক্য। যে সময় যে স্থানে যে কথাটি প্রয়োজন, যুক্তিযুক্ত, নিজের ও অন্য আত্মাদের লাভদায়ক, সে কথাই বলো। তোমার বলা কথা গুলিকে ডবল আন্ডার লাইন করো।

স্লোগান – শুভ চিন্তক মণি রূপে, নিজের কিরণ দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করতে থাকো ।